দামুড়হুদায় গরু চোর আটক; থানায় সোপর্দ

দামুড়হুদার ডুগডুগী গ্রামে গভীর রাতে গরু চুরি করতে এসে কৌশলে জনতার হাতে পাকড়াও হয়েছে, তাকে উত্তম মাধ্যম দিয়ে থানায় সোপর্দ করা হয়েছে।

জানা গেছে, গতকাল বৃহস্পতিবার রাত ২টার দিকে দামুড়হুদা উপজেলার হাউলী ইউনিয়নের ডুগডুগী কলোনি পাড়ায় মৃত হামিদুলের বাড়ির গোয়ালঘর থেকে গরু চুরি করতে গিয়ে চুয়াডাঙ্গা নুরনগর গ্রামের মৃত মুরশিদ শেখের ছেলে রফিকুলকে হাতেনাতে আটক করে স্থানীয়রা।

ঘটনা সূত্রে জানা যায়, ডুগডুগী কলোনি পাড়ায় মৃত ভ্যান চালক হামিদুল আনুমানিক ৬-৭ বছর আগে হঠাৎই মৃত্যুবরণ করেন, তার মৃত্যুর পর থেকে তিন মেয়ে ও এক ছেলের সংসার নিয়ে খুবই দিশেহারা হয়ে পড়ে মৃত হামিদুলের স্ত্রী মাহফুজা বেগম(৪৫)। তিন মেয়ে ও এক ছেলে নিয়ে কোন রকম খেয়ে না খেয়ে দিন কাটতো এই ভুক্তভোগী মাহফুজা বেগম।

মাহফুজা বেগমের ৩ মেয়ের বিয়ের পর থেকে ছোট ছেলেকে নিয়ে দিন পার করতে থাকে। এরই মধ্যে অনেক কষ্টসাধ্য করে একটি বকন গরু কেনেন আর এই গরু লালন পালন করতে থাকেন, এরই একপর্যায়ে গতকাল বৃহস্পতিবার রাত ২◌ঃ০০ টার দিকে সঙ্ঘবদ্ধ চোরের দল গরু চুরি করতে তার বাড়িতে ঢোকে, গোয়াল ঘরে।

গরুর দড়ি খোলার সময় ভুক্তভোগী মাহফুজা বেগম কোন ভাবে টের পেয়ে যায় এ সময় তিনি বুদ্ধি করে গোয়াল ঘরের গেট আটকিয়ে দেয়, তিনি বুঝতে পারেন কেউ তার গরু চুরি করতে এসেছে, তারপর গোয়াল ঘরের গেট আটকিয়ে দিয়ে চিৎকার করতে থাকে, তখন সঙ্ঘবদ্ধ চোরের হোতা রফিকুল গোয়াল ঘরে আটকে পড়লে বাকি সদস্যরা পালিয়ে যায়, তখন মাহফুজা বেগমের চিৎকারে স্থানীয় প্রতিবেশীরা ছুটে এসে গরু চোর হোতা রফিকুলকে গোয়াল ঘরের ভেতর থেকে আটক করে।এ সময় গোয়াল ঘরে আটকানোর পর গরু চোর হোতা রফিকুল গোয়াল ঘরের দেয়াল ভেঙে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে কিন্তু শেষ চেষ্টা বৃথা হয়।

এলাকাবাসী গরু চোর হোতা রফিকুলকে পাকড়াও করে উত্তম মধ্যম দিয়ে দামুড়হুদা মডেল থানা পুলিশের হাতে তুলে দেন। এই বিধবা মাহফুজা বেগমের বুদ্ধিমত্তার কারণে তার গরুটি রক্ষা পেলো। এদিকে গ্রাম্য

ভাষায় একটা প্রবাদ আছে চোরের মার বড় গলা তেমনটাই দেখালেন এই গরু চোর হোতা রফিকুলের স্ত্রী, গতকাল বৃহস্পতিবার দিনের বেলা ডুগডুগী কলোনি পাড়ায় এসে উল্টো স্থানীয় প্রতিবেশীদেরকে মামলার ভয় দেখিয়ে যায়, বলে আমার স্বামীর যদি কিছু হয়ে যায় তোদের একটা কেউ ছাড়বো না, এটাই হলো প্রকৃতির নিয়ম। চোরের মার বড় গলা।

এবিষয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) হুমায়ুন কবির ঘটনা সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, রফিকুল নামে একজনকে আটক করা হয়েছে এবং তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে। গতকালই তাকে বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

মেহেরপুরে শিশু ধর্ষণের অভিযোগ, থানায় মামলা

মেহেরপুর শহরের ৪ নম্বর ওয়ার্ড (নতুন পাড়ায়) এক স্কুল ছাত্রীকে
(১৩) ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে একই এলাকার মোশারফ হোসেন নামের এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে।

ধর্ষণের শিকার হয়েছে ঐ শিশুকে উদ্ধার করে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বর্তমানে শিশুটি চিকিৎসাধীন রয়েছে।

পারিবারিক সূত্র জানিয়েছেন, গত ৮ মার্চ দুপুরে শিশুটিকে বাড়িতে একা পেয়ে ধর্ষণ করে ওই ধর্ষক।

আজ বৃহস্পতিবার (১০ এপ্রিল) শিশুটি অসুস্থ হয়ে পড়লে পরিবারের লোকজন তাকে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করে।

এঘটনায় শিশুটির মা বাদী হয়ে মেহেরপুর সদর থানায় একটি মামলা দায়ের করেছেন। অভিযুক্ত মোশারফ হোসেন ঘটনার পরপরই আত্মগোপনে চলে গেছে। অভিযুক্ত মোশারফ হোসেন মেহেরপুর শহরের নতুনপাড়া এলাকার নুরন্নেশার ছেলে।

জানা গেছে, নতুনপাড়া এলাকার (১৩) ওই শিশু বাড়িতে ব্যাগ তৈরির কাজ করছিল। এসময় বাড়িতে অন্য কেউ না থাকার সুযোগে প্রতিবেশী মোশাররফ হোসেন প্রবেশ করেন। পরে তার তাকে জোরপূর্বক ধর্ষণ করে শিশুটিকে। ধর্ষণ শেষে বিষয়টি কাউকে না জানানোর জন্য ওই শিশুকে ভয়ভীতি প্রদর্শন করে। কাউকে বললে মেরে ফেলার হুমকী দেন।

বৃহস্পতিবার ভোররাতের দিকে শিশুটি অসুস্থ হয়ে পড়ে। পরে তার মা জিজ্ঞেস করলে শিশুটি ধর্ষণের ঘটনাটি খুলে বলে।পরে ভোরের দিকে তাকে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেসবাহ উদ্দীন বলেন, ধর্ষণের ঘটনায় শিশুটির মা বাদী হয়ে আজ দুপুরে একটি লিখিত অভিযোগ দিলে সেটি মামলা হিসেবে নেওয়া হয়েছে।

অভিযুক্তকে গ্রেফতার করতে পুলিশের পাঁচটি ইউনিট কাজ করছে। আশা করছি তাকে দ্রুত গ্রেফতার করা যাবে।
শিশুটি বর্তমানে চিকিৎসাধীন রয়েছে। তার ডাক্তারী পরীক্ষার প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে।

মুজিবনগরের বিদ্যাধরপুরে যুবকের পা ভাঙলেন সেনাসদস্য, থানায় মামলা

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার বিদ্যাধরপুর গ্রামে তৌহিদ নামের এক যুককের উপর হামলা চালিয়ে তার পা ভেঙে দিয়েছে সাজিদ আহসান সাজু নামের এক সেনাসদস্য।

এ বিষয়ে মুজিবনগর থানায় ভুক্তভোগীর মা বাদী হয়ে সেনাসদস্যসহ তার পরিবারের চারচজনের বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করেছেন।

এ ঘটনার পরপরই তিনি ছুটি শেষ হওয়ার আগেই কাজে যোগ দিয়েছেন নিজেকে নির্দোষ প্রমানের চেষ্টা করছেন। তবে তার মোবাইল ট্র্যাক

করলেই সত্যতা পাওয়া যাবে বলে অভিযোগকারীরা দাবী জানিয়েছেন।

এদিকে, বিষয়টি নিয়ে বেশি বাড়াবাড়ি করলে প্রাণ নাশের হুমকিও দেওয়া হচ্ছে তৌহিদের পরিবারকে।

ভুক্তভোগী পরিবারের অভিযোগ, দীর্ঘ ৫০ বছরেরও বেশি সময় ধরে তারা একটি জমি ভোগ দখল করে আসছিলেন। সেই জমিতে নতুন করে তারের বেড়া নির্মাণ করতে গেলে প্রতিবেশী লুৎফর রহমানের ছেলে মোঃ আব্দুল কুদ্দুস (৫৫), মোস্তাক হোসেন, মোস্তাক হোসেনের ছেলে সেনাসদস্য সাজিদ আহসান সাজু (৩০), মোঃ রাজু (৩৫), মোঃ রাকিব (২৫)।

অভিযোগ অনুযায়ী, ১ মার্চ সকাল ৮টার দিকে মোছাঃ মেরিনা খাতুনের স্বামী মোঃ আফজালুল হক স্থানীয় দুই শ্রমিকের সাহায্যে তারের বেড়া বাঁধার কাজ শুরু করেন। তখন ১ নম্বর আসামি আব্দুল কুদ্দুস এসে কাজে বাধা দেন ও গালিগালাজ করেন। পরে ২ মার্চ সকাল ৭টার দিকে পুনরায় বেড়া বাঁধার কাজ শুরু হলে আসামিরা সংঘবদ্ধ হয়ে এসে বেড়া ভেঙে ফেলেন এবং প্রায় ১৫ হাজার টাকার ক্ষতি সাধন করেন।

এ সময় তৌহিদ ঘটনাস্থলে গেলে আসামিরা তার ওপর হামলা চালায়। এ সময় সেনা সদস্য সাজু লোহার শাবল দিয়ে তৌহিদের বাম পায়ে আঘাত করে, যার ফলে তার হাড় ভেঙে যায়। পরে স্থানীয়রা আহত অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে মুজিবনগর হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখান থেকে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতাল রেফার্ড করে। পরে তাকে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়।
তৌহিদের মা মেরিনা খাতুন জানান, আসামিরা এলাকায় প্রভাবশালী এবং বিভিন্নভাবে তাদের ভয়ভীতি দেখাচ্ছে। আমি এ ঘটনার সুষ্ঠ বিচার চাই।

তবে, অভিযুক্ত সেনাসদস্য সাজিদ আহসানের সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হলেও কথা বলা সম্ভব হয়নি।

মুজিবনগর থানার ওসি মিজানুর রহমান বলেন, সেনাসদস্যর বিষয়ে সেনানিবাসে চিঠি পাঠানো হয়েছে। মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা তদন্ত করছেন। তদন্ত শেষে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

কুষ্টিয়ায় ঝাউদিয়া থানার দাবীতে সড়ক অবরোধ

কুষ্টিয়ায় ঝাউদিয়া থানার দাবিতে কুষ্টিয়া-খুলনা মহাসড়ক অবরোধ করেছে স্থানীয়রা।

মঙ্গলবার (৪ ফেব্রুয়ারি) সকাল ৯টায় কুষ্টিয়া খুলনা মহাসড়কের বিত্তিপাড়া এলাকায় সড়কে টায়ার জালিয়ে ও গাছের গুড়ি ফেলে কুষ্টিয়া-খুলনা মহাসড়ক অবরোধ করেন ঝাউদিয়া ও আশপাশের ৬ ইউনিয়নের কয়েক হাজার মানুষ।

তারা দ্রুত থানা উদ্বোধনের দাবিতে নানা শ্লোগান দিতে থাকেন। এতে সড়কের দুই পাশে প্রায় ২০ কিলোমিটার দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়। ফলে চরম ভোগান্তিতে পড়ে সড়কে চলা যাত্রীরা। পরে প্রশাসনের আশ্বাসে সাড়ে ৩ ঘণ্টা পর কুষ্টিয়ার ঝাউদিয়া থানা উদ্বোধনের দাবিতে চলা কুষ্টিয়া-খুলনা মহাসড়ক অবরোধ প্রত্যাহার করা হয়েছে।

কুষ্টিয়ার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার পলাশ কান্তি নাথ উপস্থিত হয়ে ১০ ফেব্রুয়ারি এ বিষয়ে আনুষ্ঠানিক আলোচনার আশ্বাস দিলে অবরোধ প্রত্যাহার করার সিদ্ধান্ত জানান ঝাউদিয়াা থানা বাস্তবায়ন কমিটির নেতারা। এরপর যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক হয় কুষ্টিয়া-খুলনা জাতীয় মহাসড়কে।

ঝাউদিয়া থানা বাস্তবায়ন কমিটির সদস্য সচিব মো. হায়াত আলী বলেন, পুলিশ সুপার ১০ তারিখে মিটিংয়ে ডেকেছেন থানা কিভাবে বাস্তবায়ন করা যায় সে বিষয়ে আলোচনার জন্য। তারা থানা স্থাপনের বিষয়ে আশ্বাস দিয়েছেন। এরই পেক্ষিতে আমরা আগামী ১০ তারিখ পর্যন্ত কর্মসূচি স্থগিত করলাম।

কুষ্টিয়ার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার পলাশ কান্তি নাথ বলেন, ঝাউদিয়া থানা উদ্বোধনের দাবীতে কুষ্টিয়া সদর উপজেলার বৃত্তিপাড়া বাজার এলাকায় সড়ক অবরোধ করে স্থানীয়রা। আমরা ঘটনাস্থলে এসে থানা বাস্তবায়ন কমিটির নেতাদের সাথে কথা বলে আগামী ১০ ফেব্রুয়ারি এ বিষয়ে আনুষ্ঠানিক আলোচনার আশ্বাস দিলে অবরোধ প্রত্যাহার করে

নেয় আন্দোলনকারীরা।

দর্শনা থানা পুলিশের পথসভা ও উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত

দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা থানা পুলিশ কুড়ালগাছি ও মদনায় জনসচেতনতা মৃলক পথসভা ও উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ সোমবার বিকালে দর্শনা থানার কুড়ুলগাছি বাজার পারকৃষ্ণপুর মদনা ইউনিয়নের মদনা ও সাড়াবাড়িয়া বাজারে জনসচেতনতা মুলক পথ সভা ও উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

এসময় দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ বিপ্লব কুমার শাহা কঠোর হুশিয়ারী দিয়ে বলেন, মাদক, ইভটিজিং, বাল্য বিবাহ, সন্ত্রাস-জঙ্গীবাদ, চোর, ডাকাত, মাদক ও ছিনতাইকারীদের কোন ছাড় নেই। কোন প্রকার সুপারিশ চলবে না। বাল্য বিবাহ,সন্ত্রাস দমন ও মাদক প্রতিরোধে প্রশাসনকে সর্বাত্তোক সহযোগিতা করার আহব্বান জানান তিনি।তিনি আরও বলেন যারা মাদক ব্যাবসা করে সুন্দর সুন্দর বাড়ি বানিয়েছে তাদের খোজ খবর নিয়ে ওপর মহলে পাঠিয়ে তাদের ঘর বাড়ি নিলাম করে দেওয়া হবে।মাদকের সাথে কোন রকম আপোষ চলবে না।মাদক ব্যাবসায়ীরা যত শক্তিশালী হোক না কেন যে কোন দলের হোক কোন প্রকার ছাড় দেওয়া হবে না।আমি যতদিন দর্শনা থানায় আছি মাদকের সাথে কোন রকম আপোষ করবো না।

এ পথ সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন দর্শনা থানার সেকেন্ড অফিসার এস আই টিপু সুলতান, এস আই সেকেন্দার আবু জাফর, এস আই ফাহিম হোসেন,এস আই সোহেল রানা, এস আই শামীম হোসেন, এ এস আই আবু বক্কর সিদ্দিক, এ এস আই মারুফুল ইসলাম,এ এস আই শেখ আবু হানিফ,এ এস আই ইব্রাহীম হোসেন,

এছাড়াও বিভিন্ন বাজরের স্থানীয় ইউপি সদস্য, গণ্যমান্যব্যক্তিবর্গ, ব্যবসায়ীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

গাংনীতে তামাক ক্ষেত কর্তণ, তিনজনের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ

গাংনী উপজেলার সাহারবাটি ইউনিয়নের চোখতোলা মাঠে দুই কৃষকের প্রায় দুই বিঘা জমির উঠতি তামাক ক্ষেত কর্তণ করেছে দুর্বৃত্তরা। এতে দুই কৃষকের প্রায় চার লক্ষাধিক টাকার ক্ষতি হয়েছে বলে অভিযোগ করেন দুই কৃষক।

গতকাল শনিবার দিবাগত রাতের কোনো এক সময় একই উপজেলার সাহারবাটি ইউনিয়নের চোখতোলা মাঠে এই তামাক কর্তণের ঘটনা ঘটেছে।
জানা গেছে, ধর্মচাকি গ্রামের কৃষক ফজলুল হকের দেড় বিঘা ও রিপন আলীর ১৪ কাঠা জমির উঠতি তামাক ক্ষেত কর্তন করেছে দুর্বৃত্তরা। এতে ফজলুল হক ও রিপন আলীর প্রায় ৪ লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে বলে জানান তারা।

এঘটনায় ধর্মচাকি গ্রামের তিন জনকে বিবাদী করে গাংনী থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করেন ফজলুল হক। গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) তাজুল ইসলাম এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

আসামিরা হলেন, ওই গ্রামের মৃত হারুন অর রশিদের ছেলে আব্দুল কাদের, মৃত ফাকের আলীর ছেলে আব্দুল কুদ্দস ও মৃত ইয়াছিন আলীর ছেলে মঙ্গল আলী।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) তাজুল ইসলাম জানান, মানুষের সাথে মানুষের শত্রুতা থাকতে পারে। এজন্য ফসলের ক্ষেত বিনষ্ট করতে হবে। এটা খুবই দু:খজনক। মাঠে ঘটনাগুলো ঘটছে, যেখানে পুলিশের ডিউটি সম্ভব নয়। এছাড়া কৃষকরাও পাহারা দিতে পারেনা। ইতোপূর্বে ফসল কর্তণের ঘটনায় মামলা নেওয়া হয়েছে। সে মামলা তদন্ত চলছে। পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন।

মেহেরপুরে পঞ্চম শ্রেনীর ছাত্রী ধর্ষণ চেষ্টায় থানায় মামলা

পেঁপে আর মালটা খাওয়ানোর লোভ দেখিয়ে ১১ বছর বয়সী পঞ্চম শ্রেনীর এক ছাত্রীকে ধর্ষণ অপচেষ্টার অভিযোগে মাইনুল ইসলাম (৫৬) নামের এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ (সংশোধিত ২০০৩) এর ৯ এর (৪) (খ) ধারায় মামলাটি দায়ের করেন ওই শিশুর পিতা। মামলা নং ৩২, তারিখ ২০/০৯/২০২২ ইং।
ধষর্ণে অভিযুক্ত মাইনুল ইসলাম মেহেরপুর সদর উপজেলার টেঙারমাঠ শিশিরপাড়া গ্রামের ইছাহাক আলীর ছেলে।

পুলিশ ওই ভিকটিমকে উদ্ধার করে আজ সকালে মেহেরপুর ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতালে ডাক্তারি পরীক্ষা সম্পন্ন করেন। এছাড়া বিকালের দিকে তাকে বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট এর কাছে নিলে ১৬৪ ধারায় জবানবন্দী রেকর্ড করা হয়েছে।

মামলার তদন্তকারি অফিসার বৈকন্ঠপুর ক্যাম্পের ইনচার্জ উপপরিদর্শক (এসআই) আব্দুল মতিন এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
বাদির লিখিত অভিযোগের কথা উল্লেখ করে এসআই আব্দুল মতিন জানান, গতকাল সোমবার বিকালের দিকে অভিযুক্ত মাইনুল ইসাম মেয়েটিকে পাকা পেঁপে ও মালটা খেতে দেওয়ার নাম করে মাঠে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণের চেষ্টা চালায়।

এসময় মেয়েটি চিৎকার দিলে সে পলিয়ে যায়। পরে পরিবারের লোকজন ভিতটিমকে উদ্ধার করে মেহেরপুর ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করেন। এঘটনায় ভিকটিমের পিতা বাদী হয়ে মাইনুলকে আসামি করে একটি মামলা দায়ের করেন।

স্থানীয়রা জানান, তিন সন্তানের জনক মাইনুল ইসলাম পেশায় একজন দিন মজুর। এর আগেও তার বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ রয়েছে।

সদর থানার ওসি রফিকুল ইসলাম বলেন, মাইনুল ইসলামকে গ্রেফতারের জন্য পুলিশ চেষ্টা চালাচ্ছে।

দর্শনায় থানা যুবদলের পরিচিতি সভা

দর্শনা থানা যুবদলের পরিচিতি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল বিকাল সাড়ে চারটার দিকে দর্শনা পৌর এলাকার দক্ষিন চাঁদপুর শাপলা পার্কে জাঁকজমকপূর্ণ পরিবেশের মধ্যে দিয়ে এ পরিচিতি সভা ও সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

দর্শনা থানা যুবদলের আহবায়ক জালাল উদ্দিন লিটনের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা বিএনপির সদস্য খাজা আবুল হাসনাত। অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত থেকে জেলা যুবদলের সাধারন সম্পাদক সাইফুর রসীদ ঝন্টু বলেন, সময় এসেছে গনতন্ত্র পুনঃউদ্ধারে। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের ডাকে সকল আন্দোলনে বিএনপির অঙ্গসংগঠনের তৃনমূল পর্যায়ের সকল নেতাকর্মীদের শতভাগ উপস্থিতি থেকে হাতে হাত রেখে কাজ করতে হবে।

এসময় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সদস্য হাবিবুর রহমান বুলেট, জেলা শ্রমিকদলের শফিকুল ইসলাম সাবু, দর্শনা পৌর বিএনপির সমন্বয়ক নাহারুল ইসলাম মাস্টারসাবেক চেয়ারম্যান আহাম্মেদ হোসেন, সাবেক চেয়ারম্যান আকতার হোসেন, বিএনপি নেতা নাসির উদ্দিন খেদু, শরিফ উদ্দিন, রেজাউল ইসলাম,লুতফর রহমান,খাইরুল আলম,আসলাম উদ্দিন, থানা যুবদলের যুগ্ম আহবায়ক দর্শনা পৌর যুবদলের আহবায়ক ফারুক হোসেন,সদস্য সচিব জালাল উদ্দীন, সেচ্ছাসেবকদলের মজনু শাহ, ছাত্রদলের পলাশ,মুফা,সুজন,রাজ,ছাইদুর, ডাবলু, আঃ হাই,জাকির হোসেন, মামুন, শাহারুল প্রমূখ। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন থানা যুবদলের সদস্য সচিব সাজেদুর রহমান মিলন।

মেহেরপুরে ৮ আসামি গ্রেফতার

মেহেরপুর সদর ও গাংনী ও মুজিবনগর থানা পুলিশ ও র্যাব-৬ এর গত ২৪ ঘন্টার অভিযানে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত আসামিসহ ৮ জন গ্রেফতার হয়েছে।

এদের মধ্যে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত জিআর মামলায় ২ ও নিয়মিত মামলার ৬ আসামি রয়েছে।

গত সোমবার (২৪ আগষ্ট) থেকে আজ বৃহস্পতিবার (২৫ আগষ্ট) ভোররাত পর্যন্ত তিনটি উপজেলার বিভিন্ন স্থানে পুলিশের পৃথক অভিযানে এসব আসামি গ্রেফতার হয়।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক, সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেজবাহ উদ্দীন আহম্মেদ ও মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী রাসেল এসব আসামি গ্রেফতার অভিযানে নেতৃত্ব দেন।

এদিকে ২৪ ঘন্টায় তিনটি থানায় ৫ টি মামলা এফআইআর ভূক্ত হয়েছে। এসব মামলার মধ্যে রয়েছে গাংনী থানায় খুনের অভিযোগে একটি, বিস্ফোরক আইনে ১ টি, সদর থানায় মাদক আইনে ২ টি ও অন্যান্য আইনে ১ টি মামলা হয়েছে। এফআইআরভূক্ত এই ৫ টি মামলায় মোট আসামি হয়েছে ২০ জন।

এসময় ২ টি ককটেল বোমা, ১১০ গ্রাম গাঁজা ও ৭ পিচ ইয়াবা জব্দ করেছে।

আজ বৃহস্পতিবার (২৫ আগষ্ট) সকালের দিকে গ্রেফতারকৃত আসামিদের আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

মেহেরপুরে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত খালেকুজ্জামান গ্রেফতার

মেহেরপুর সদর থানা পুলিশ অভিযান চালিয়ে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত আসামি খালেকুজ্জামান (৫০) গ্রেফতার করেছে।
খালেকুজ্জামান সদর উপজেলার রঘুনাথপুর গ্রামের মৃত আক্কেল আলীর ছেলে।

শুক্রবার দিবাগত রাতে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে তার বাড়িতে অভিযান চালিয়ে গ্রেফতার করেন। সে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত সিআর ২৫৫/২২ পলাতক আসামি।

সদর থানার এএসআই শাকিল খান সঙ্গীয় ফোর্সসহ অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করেন। সদর থানার ওসি মেজবাহ উদ্দীন আহম্মেদ এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

আজ শনিবার (২০ আগষ্ট) বেলা ১১ টার দিকে খালেকুজ্জামানকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হবে।